যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য কথা

সংখ্যাঃ ৪, প্রকাশকালঃ জুন, ২০২০

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প

‘Enhancing Awareness on Sexual and Reproductive Health & Rights (EASRHR)’ Project

দলিত সংস্থা AmplifyChange, UK এর আর্থিক সহযোগিতায় যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ক এই প্রকল্পটি খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার ১৪টি ইউনিয়নে জুলাই ২০১৬ ইং থেকে জুন ২০১৮ইং পর্যন্ত পরিচালনা করে। প্রথম পর্যায়ের কর্মকান্ড সন্তোষজনক বলে বিবেচিত হওয়ায় এবং প্রকল্পটির কর্মকান্ড দলিত ও প্রান্তিক নারী ও কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা বান্ধব হওয়ায় পুনরায় জুলাই ২০১৮ সাল থেকে ডুমুরিয়া উপজেলার ১৪ ইউনিয়নের ৪০টি কমিউনিটি ক্লিনিক ও ফুলতলা উপজেলার ৪টি ইউনিয়নের ৪টি কমিউনিটি ক্লিনিক নিয়ে প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

EASRHR প্রকল্পে জানুয়ারী ২০২০ থেকে জুন ২০২০ইং সময়কালে যে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে তা নিম্নরুপঃ

১. কমিউনিটি (উঠান বৈঠক) দলের সভাঃ যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, জেন্ডার সমতা ও মানবাধিকার বিষয়ক আলোচনার জন্য প্রকল্পটি কাঙ্খিত জনগোষ্ঠীর সাথে কমিউনিটি পর্যায়ে উঠান বৈঠক পরিচালনা করে থাকে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গ্রামীণ নারী ও কিশোরীগণ সচেতনতা লাভ করেন, ফলে তাদের জীবনযাত্রার পরিবর্তন সাধিত হয়। উঠান বৈঠক গ্রামীণ নারী ও কিশোরীদের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যকরী মাধ্যম। প্রকল্পের আওতায় প্রতিমাসে ১৫টি উঠান বৈঠক উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। কর্মকান্ডের পরিকল্পনা অনুযায়ী জানুয়ারী ২০২০ থেকে মার্চ ২০২০ পর্যন্ত ৪৫টি উঠান বৈঠক পরিচালনা করা হয়েছে। উঠান বৈঠকে সর্বমোট ৯০০ জন নারী ও কিশোরী সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

২. আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপনঃ EASRHR প্রকল্প-এর উদ্যোগে গত ৮ই মার্চ ২০২০ আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও একই সাথে মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালী ডুমুরিয়া প্রকল্প অফিস থেকে হাজীডাঙ্গা খুলশী এ,কে মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সাজিয়াড়া প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়। র‍্যালীতে প্রকল্পের উপকারভোগী ও হাজীডাঙ্গা খুলশী এ, কে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ অংশগ্রহন করেন। র‍্যালী শেষে উক্ত বিদ্যালয়ের হল রুমে কিশোরী ছাত্রীদের নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাজীডাঙ্গা খুলশী এ,কে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি জনাব আবু বকর খান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব সিরাজুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক, হাজীডাঙ্গা খুলশী এ,কে মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং জনাব ইমরান হোসেন, পুলিশ অফিসার, ডুমুরিয়া থানা। আলোচনা সভায় স্কুলের অন্যান্য শিক্ষকসহ মোট ৭৭ জন উপস্থিত ছিলেন। সভায় যে সকল বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করা হয় তা হলো- জেন্ডার বৈষম্য, নারীর প্রতি সহিংসতা, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার।

৩. ওয়াচ গ্রুপ এর সাথে সভাঃ দলিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নারী ও কিশোরীদের স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তি এবং কমিউনিটি ক্লিনিকের স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নে ওয়াচ গ্রুপের ভূমিকা অপরিসীম। সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকের জন্য ৯ সদস্য বিশিষ্ট ওয়াচ গ্রুপ গঠন করা হয়। প্রতি মাসের পূর্বনির্ধারিত দিনে ওয়াচ গ্রুপের সদস্যদের নিয়ে সভা করা হয়। দুই উপজেলায় মোট ১৮টি কমিউনিটি ক্লিনিক পরিচালিত হলেও বর্তমানে শুধুমাত্র ফুলতলা উপজেলার ৪টি ওয়াচ গ্রুপের সদস্যদের সাথে প্রতি মাসে সভা করা হয়। ফুলতলা উপজেলার ৪টি কমিউনিটি ক্লিনিকের আওতায় জানুয়ারী-মার্চ মাসে ওয়াচ গ্রুপের মোট ১২টি সভা পরিচালনা করা হয়েছে। সভায় ৭১ জন নারী ও ৩৫ জন পুরুষ সহ মোট ১০৬ জন উপস্থিত ছিলেন। ওয়াচ গ্রুপের সদস্যগণ প্রতিমাসে দলিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সাথে সচেতনতামূলক সভা পরিচালনা, বাড়ী পরিদর্শন, কমিউনিটি ক্লিনিক পরিদর্শন, স্বাস্থ্যসেবাদানকারী ব্যক্তিবর্গ-এর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করে থাকেন এবং নির্দিষ্ট সময় পর পর সিটিজেন রিপোর্ট কার্ড এর তথ্য সংগ্রহ করেন।

৪. ইউনিয়ন পরিষদে শেয়ারিং সভাঃ কমিউনিটি ক্লিনিক-এর সেবার মান ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সমন্বয় থাকা প্রয়োজন। এর মাধ্যমে নানাবিধ সমস্যার সমাধান করা সহজ হয়। জানুয়ারী ২০২০ থেকে মার্চ ২০২০ পর্যন্ত সময়ে ডুমুরিয়া উপজেলার সাহস ইউনিয়ন ও শরাফপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সমন্বয় সভার আয়োজন করা হয়। সমন্বয় সভার ফলে উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বৃদ্ধি পেয়েছে। পরবর্তীতে কমিউনিটি ক্লিনিকের উন্নয়নের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ থেকে বিভিন্ন প্রকারের সহযোগিতা যেমন- স্যানিটারী প্যাড, চেয়ার, ক্লিনিক্যাল সামগ্রী ইত্যাদি প্রদান করা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগিতায় কমিউনিটি ক্লিনিকের স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। ২টি ইউনিয়ন পরিষদ সমন্বয় সভায় ২১ জন পুরুষ ও ৬ জন নারী সহ সর্বমোট ২৭ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

৫. স্যানিটারী ন্যাপকিন/প্যাড বিক্রেতাদের সাথে সভাঃ ঋতুকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যার জন্য গ্রামীণ নারী ও কিশোরীদের মাঝে স্যানিটারী প্যাড সহজলভ্য করার নিমিত্তে এই প্রকল্প প্রত্যন্ত এলাকায় খুচরা বিক্রেতা তৈরী করা সহ স্যানিটারি ন্যাপকিন প্যাড বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন করেছে। উক্ত কর্মকান্ডকে আরও বেগবান করার জন্য খুচরা বিক্রেতাদের সাথে নিয়মিত সভা করা হয়েছে। সভায় স্যানিটারি প্যাড উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ প্রতিষ্ঠান থেকে পণ্য সরবরাহ, উপকারভোগীদের মাঝে সহজলভ্য করণে বাধাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও সেগুলো থেকে উত্তরণের বিষয়াবলী নিয়ে আলোকপাত করা হয়।

৬. পথনাটকঃ পথ নাটক গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য। তাই এই প্রকল্পটি যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পথ নাটক কার্যক্রম গ্রহন করেছে। জানুয়ারী ২০২০ থেকে মার্চ ২০২০ পর্যন্ত সময়ে ডুমুরিয়া উপজেলার ৪টি ইউনিয়নে ৪টি পথ নাটকের আয়োজন করা হয়। ৪টি অনুষ্ঠানে ২৬৯ জন নারী, ১৬৯ জন পুরুষ, ২২ জন কিশোর ও ৩২ জন কিশোরীসহ সর্বমোট ৪৯২ জন উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য, পুলিশ কর্মকর্তাসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে যে বিষয়গুলো অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয় সেগুলো হলো- (ক) কমিউনিটি ক্লিনিকের বিদ্যমান সেবা সমূহ (খ) যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার (গ) কিশোর-কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তন (ঘ) বাল্য বিবাহের কুফল ও প্রতিরোধ (ঙ) ঋতুকালীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

EASRHR প্রকল্পের অর্জন সমূহ (জানুয়ারী ২০২০ইং - জুন ২০২০ইং):

- প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে দলিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানসিক দক্ষতা বৃদ্ধি পাওয়ায় তারা উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করতঃ বিভিন্ন প্রকারের সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন। সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষা ভাতা সুবিধা পেয়েছেন; মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে দর্জি প্রশিক্ষণ, ব্লক বাটিক প্রশিক্ষণ, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে গরু মোটাতাজাকরণ প্রশিক্ষণ, দর্জি প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজ উদ্যোগে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করছেন। সমবায় অধিদপ্তর থেকে ২০ সদস্যবিশিষ্ট **বাদুরগাছা পল্লী নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি**'র রেজিষ্ট্রেশন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- দলিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কিশোরী ও নারীদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যায় সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়ে স্যানিটারী প্যাড ব্যবহারের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে এবং প্যাড ব্যবহার প্রায় ৭% বৃদ্ধি পেয়েছে।
- সরকারী সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে (ইউনিয়ন পরিষদ) যোগাযোগের মাধ্যমে দলিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য কোভিড-১৯ সংক্রান্ত বিশেষ সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।
- ওয়াচ গ্রুপের সদস্যগণ এলাকার ধনাঢ্য ব্যক্তিদের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ করতঃ ১৮৮ জন দলিত ও প্রান্তিক জনগনের মাঝে খাদ্য সহায়তা ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার প্রদান করেছে। তাছাড়া ১,০০০ জন সদস্যের মাঝে ১টি করে মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে।
- ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সমন্বয় জোরদার করার ফলে ১৯ টি কমিউনিটি ক্লিনিকের উন্নয়ন কর্মকান্ড (যেমন সংযোগ সড়ক তৈরী ও ইটের সলিং, সীমানা নির্ধারন ও কাঁটাতারের সীমানা বেড়া, পানীয় জলের জন্য গভীর নলকূপ স্থাপন) বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে।

সম্পাদক:
স্বপন কুমার দাস, নির্বাহী পরিচালক, দলিত
৩৭/১, কেদারনাথ সড়ক, মহেশ্বরপাশা, কুয়েট, দৌলতপুর, খুলনা- ৯২০৩
ফোনঃ ০৪১-৭৭৫০১৮ মেইল: dalitkhulna@gmail.com ওয়েবসাইট: www.dalitbd.org

প্রকল্প বাস্তবায়নে: **Dalit**
অর্থায়ণে:
AmplifyChange, UK